প্রথম আলো

তারিখ 6 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

১০
সম্পাদকীয়
প্রথম আলো
বুধবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
editorial@prothom-alo.info

উচ্চ পাস বনাম নিম্ন মান

শিক্ষার প্রশ্নে সততা ও দূরদর্শিতা জরুরি

আশঙ্কাটাই সত্যি হলো। নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অভূতপূর্ব ভালো ফল করলেও ভাষাজ্ঞানে তাঁদের অবস্থা অভূতপূর্বভাবে খারাপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণজাত এই বাস্তবতা রীতিমতো হতাশাজনক।

গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছিল। সর্বাধিক জিপিএ-৫, সর্বাধিক পাস, সর্বাধিক গোল্ডেন ফাইভ ইত্যাদি। তখনই শিক্ষাবিদসহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে 'ভালো' ফলের এই পরিমাণগত বৃদ্ধি কি শিক্ষার গুণগত মান বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত হচ্ছে? এখন দেখা যাচ্ছে, সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। গত তিন বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া 'মেধাবী'দের ৮০ ভাগই পাস নম্বর পাননি। ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকেন হাল সময়ের সেরা ছাত্রছাত্রীরা। এই সেরাদের ৮০ ভাগই মানের দিক থেকে দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে থাকা শিক্ষাপদ্ধতির গুরুতর সংকটকেই প্রকাশ করে। এটা বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন—তবে সার্বিক পরিস্থিতি কোনোভাবেই এর থেকে ভালো নয়।

সৃজনশীল পদ্ধতি যে আসলে সৃজনশীলতাকে শুকিয়ে মেরে ফেলার নামান্তর, তা বোঝা যায় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁদের অভূতপূর্ব দুর্বলতা থেকে। গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ৩০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ৮ নম্বর পাননি এমন পরীক্ষার্থীর হার যথাক্রমে ৫৫% ও ৫৬%। অথচ এঁদেরই বিদ্যমান পদ্ধতিতে মেধাবীদের মধ্যে মেধাবী বলে অভিনন্দিত করা হয়েছিল।

এই দুটি পরিসংখ্যান দুটি বিপর্যয়ের সংকেত দেয়। প্রথমত, চালু পদ্ধতিতে যাঁরা পাস করছেন বা ভালো ফল করছেন, তাঁরা অতীতের থেকেও খারাপ শিক্ষায় 'শিক্ষিত' হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃভাষাতেও তাঁরা মর্মান্তিক রকম কাঁচা। নতুন পদ্ধতিতে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজি সাহিত্যের বদলে 'কমিউনিকেটিভ ইংলিশ' প্রবর্তনের এই হচ্ছে ফল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানও তথৈবচ। দেশের নীতিনির্ধারকদের তাই নিজেদের কাছে প্রশ্ন করতে হবে, এমন শিক্ষাই কি আমরা চেয়েছিলাম? এমন দুর্বলতা নিয়ে একের পর এক ধাপ পেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীরা নিজেদেরই বা কী দেবে, দেশকেই বা কীভাবে এগিয়ে নেবেন?

এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার এবং অভিভাবক তথা সমাজের টনক নড়া উচিত। উচ্চ পাসের হারের বিপরীতে নিম্নমানের শিক্ষা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকেই পরিহাস করছে। এই বাস্তবতা শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক মহল এবং অভিভাবকদের ব্যর্থতারই যোগফল। এই পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে কম দায়ী হলো সেসব শিক্ষার্থী, যাঁরা বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসহায় শিকার।

এ ব্যাপারে দেশের সেরা শিক্ষাবিদদের নিয়ে কমিশন গঠন করে করণীয় ঠিক করা উচিত। উচিত সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে ঢেলে সাজানো। সবচেয়ে বেশি দরকার হলো শিক্ষা খাতে সরকারের উদার বিনিয়োগ। এই একটি ক্ষেত্রে সৎ প্রচেষ্টা ও দূরদর্শিতা আজ জাতীয় প্রয়োজন।